IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু (CWSN): কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি বিশ্লেষণ অধ্যায়ন

SK ANARUL HOQUE

সারসংক্ষেপ :

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে সেই সকল শিশুদের বোঝায় যাদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত ,স্নায়বিক বা আচরণগত সীমাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সহায়তায় প্রয়োজন হয়। বর্তমানে শিক্ষা দর্শনের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে স্বীকৃত। এই গবেষণাপত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ধারণা, সৃষ্টি হওয়ার কারণ, লক্ষণ শনাক্তকরণ, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা শিক্ষকের ভূমিকা এবং সরকারি উদ্যোগ সমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা :

শিক্ষা মানুষের জীবন বিকাশের প্রধান মাধ্যম। একটি শিশুর মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু সমাজে সব শিশু একই রকম শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা দিয়ে জন্মায় না। কিছু শিশু জন্মগত বা পরিবেশগত কারণে এমন কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, যার ফলে তাদের শেখার প্রক্রিয়া সাধারণ শিশুদের তুলনায় ভিন্ন হয়ে যায়। এই ভিন্নতার কারণেই তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং প্রায় ই অবহেলিত হয়। এই ধরনের শিশুদের বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজের অক্ষম, অযোগ্য কিংবা বোঝা হিসেবে দেখা হয়েছে। তাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তারা মূল ধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এর ফলে এই শিশুদের আত্মসম্মান নষ্ট হয়েছে এবং সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ভাবনায় এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাবিদরা মনে করেন প্রতিটি শিশু শেখার যোগ্য, কিন্তু সকল শিশুর শেখার ধরন এক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই জন্ম নিয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা (inclusive education)। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া, তবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু :

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে সেই সমস্ত শিশুদের বোঝায় -

- যাদের শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।
- যাদের শেখার গতি ও পদ্ধতি সাধারণ শিশুদের থেকে আলাদা।
- যাদের জন্য বিশেষ শিখন কৌশল, অতিরিক্ত সময় ও সাহায্য প্রয়োজন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কোন রোগ নয়, এটি একটি শিক্ষাগত ও বিকাশগত অবস্থা। এই শিশুর া কম বুদ্ধি সম্পন্ন নয়, বরণ অনেক ক্ষেত্রেই তারা গড় বা তার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান হয়। সমস্যা হয় শেখার নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ-

- কোন শিশু পড়তে পারে না, কিন্তু ছবি আঁকায় অসাধারণ।
- কোন শিশু শান্তভাবে বসে থাকতে পারে না,কিন্তু অত্যন্ত সৃজনশীল।
- কোন শিশু কথা বলতে দেরি করে ,কিন্তু গণিতে খুব ভালো।

এর থেকেই বোঝা যায় cwsn মানে অক্ষমতা নয়, বরণ ভিন্ন সক্ষমতা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শ্রেণীবিভাগ:

1. শেখার অক্ষমতা (learning Disability):

শেখার অক্ষমতা হল এক ধরনের স্নায়বিক সমস্যা, যেখানে শিশুর মস্তিষ্ক তথ্যগ্রহণ, প্রকাশ করতে অসুবিধা অনুভব করে।

- **পঠন অক্ষমতা** (Dyslexia):

লক্ষণ-

অক্ষর চিনতে দেরি, শব্দ উল্টো করে পড়া, বানান ভুল করা।

শিক্ষাগত প্রভাব-

- পাঠ্যবই বুঝতে সমস্যা
- আত্মবিশ্বাস কমা।

- **লিখন অক্ষমতা** (Dysgraphia):

লক্ষণ:

হাতের লেখা অস্পষ্ট, বানান ও বাক্য গঠনে ভুল, লেখার অনিহা।

- **গণিত অক্ষমতা (dyscalculia):**

সংখ্যা চিনতে পারে না, যোগ বিয়োগ ভুল করে, সময় ও পরিমাপ বুঝতে পারে না।

২. মনোযোগ ঘাটতি ও অতি সক্রিয়তা:

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disord):

- মনোযোগ দিতে অসুবিধা, অতি সক্রিয়তা এবং আবেগপ্রবণতা দেখা যায়।
- কোন একটি কাজ শেষ না করে অন্য কাজে চলে যাওয়া, মনোযোগের অভাব এবং অতিরিক্ত ছুটাছুটি লক্ষণ।

এরা দুষ্টু নয় বরং স্নায়বিক সমস্যায় আক্রান্ত।

অটিজম স্পিক ডিস অর্ডার (ASD):

সামাজিক যোগাযোগে অসুবিধা, মৌখিক ভাব বিনিময়ের সমস্যা, পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ এই গুলি লক্ষণ।

CD (conduct disorder):

- এটি অন্যদের অধিকার লঙঘন করা হয়।
- মারামারি, জিনিসপত্র ভাঙ্গা, বয়সের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ।

এছাড়াও বাক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ,শারীরিক প্রতিবন্ধকতা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ার কারণ :

1. জেনেটিক ও জন্মগত কারণ:

- **ক্রোমোজমাল অস্বাভাবিকতা:** ডাউন সিনড্রোম বা অন্যান্য জেনেটিক সিনড্রোম এর কারণে।
- **বংশগত কারণ:** পরিবারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন থাকলে ঝুঁকি কিছুটা বাড়ে।

2. গর্ভ অবস্থায় সমস্যা:

- **মায়ের রোগ:** রুবেলা, সাইটো মেগালো ভাইরাস বা অন্যান্য সংক্রমণ।
- **মায়ের পুষ্টির অভাব:** ফলিক এসিডের অভাব।
- মাদক সেবন
- কম ওজনের শিশু

3. জন্মকালীন সমস্যা:

- জন্মের সময় মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব।
- অকাল প্রসব।

4. জন্মের পর সমস্যা:

- মারাত্মক অপুষ্টি
- মেনিনজাইটিস এর সংক্রমণ
- সিসা বা পারদে সংস্পর্শ
- দুর্ঘটনা জনিত

5. সামাজিক ও পরিবেশগত কারণ:

দারিদ্র, সামাজিক কুসংস্কার, অভিভাবকের অজ্ঞাত ও শিশুর প্রতি অবহেলা।

লক্ষণ সনাক্তকরণ:

- পড়া, লেখা ও গণিতে স্থায়ী সমস্যা
- কথা বলতে দেরি
- সামাজিক মেলামেশায় অসুবিধা
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা অতি নীরবতা

প্রতিকার ও হস্তক্ষেপ মূলক ব্যবস্থা:

- প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা
- বিশেষ শিখন সামগ্রিক (TLM)
- বাক ,শারীরিক ও পেশাগত থেরাপি
- অভিভাবক সচেতনতা

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা:

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিক শিশুদের পাশাপাশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করা। এই শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদের হীনমান্যতা এবং হতাশা দূর করা সম্ভব হয় তাই এই শিক্ষাকে main stream education বলা হয়।

শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা:

- শিশুর সমস্যা সনাক্তকরণ
- সহানুভূতিশীল পরিবেশ তৈরি
- পাঠ্যক্রমের নমনীয়তা
- অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ

সরকার উদ্যোগ:

- শিক্ষার অধিকার আইন 2009
- সমগ্র শিক্ষা অভিযান
- জাতীয় শিক্ষানীতি 2020

উপসংহার:

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সমাজের বোঝা নয়। সঠিক শিক্ষা, সহানুভূতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ পেলে তারা সমাজের সম্পদের পরিণত হতে পারে। এজন্য সরকার, শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

- UNICEF- children with disabilities
- WHO- Disability Reports
- NCERT- inclusive education
- RTE act 2009
- National education policy 2020